89

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 09 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

সিরাজগঞ্জ শহরে পানি

বন্যার বিস্তার ঃ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ফেনীতে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। দেশের অন্যান্য জায়গায় পানি বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে মানুষের দুর্ভোগ। নেত্রকোনায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত। তবে পাহাড়ী ঢল অব্যাহত রয়েছে।

পাবনা, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও গাইবান্ধায় গতকাল বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে।

ফেনী

স্টাফ রিপোর্টার ফেনী থেকে জানান ঃ জেলার পরশুরাম, ফুলগাজী ও ছাগলনাইয়া থানার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ফেনী-বিলোনিয়া ট্রেন গতকাল চলাচল করেছে। তবে গতি রাখা হয়েছে সীমিত। জেলার সকল নদ-নদী বিপদসীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

ফেনী শহরতলিসহ এই থানার বন্যার পানি গতকাল আরি বাড়েনি। শহরের বিভিন্ন এলাকায় পানি কমতে শুরু করেছে। তবে বাড়িঘরে এখনও পানি রয়ে গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা আর বৃষ্টি না হলে পরশুর মধ্যে পানি চলে যাবে বলে আশা করছেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা নেত্রকোনা থেকে জানান ঃ নেত্রকোনায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি

বন্যার বিস্তার ঃ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অপরিবর্তিত রয়েছে। পাহাড়ী ঢল অব্যাহত আছে। পূর্বধলা ও জারিয়া স্টেশনের মাঝখানে রেল লাইনের ওপর দিয়ে বন্যার পানি প্রবাহিত হচ্ছে। মোমেনশাহী-জারিয়া-ঝানঝাইল লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ময়মনসিংহ মোহনগঞ্জ লাইনে ঝুঁকিপূর্ণভাবে ট্রেন চলাচল করছে।

জারিয়ার কাছে কংস নদীর পানি বিপদসীমার ২ দশমিক ২০ সেঃ মিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার অন্যসব নদীর পানিও বিপদসীমার উপরে।

ঢলের পানিতে জারিয়া রেল স্টেশনের নিকট ৩ কিঃ মিঃ রাস্তা তলিয়ে গেছে। ফলে সীমান্তবর্তী দুর্গাপুর থানার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাসাবাড়ি প্লাবিত হয়েছে। কয়েক লাখ পানিবন্দী মানুষ দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে। নেত্রকোনা শহরের চন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয় আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে কয়েক হাজার বন্যা কবলিত মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন।

শনিবার জাতীয় সংসদের হুইপ এমএ করিম দুর্গাপুর বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন।

পাবনা

পাবনা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি জানান ঃ যমুনা নদীতে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় পাবনা জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। যমুনার সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে শনিবার পানি বিপদসীমার ৫৫ সেন্টিমিটার এবং নগরবাড়ি পয়েন্টে ১১ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। বড়ালনদী ও হুরাসাগরে পানি বিপদসীমার এক দশমিক ৫ মিটার (প্রায় ৩ ফুট) উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় জেলার ফরিদপুর, চাটমোহর, ভাংগুরা, বেড়া ও সুজানগর থানায় নতুন করে ১৪টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে।

নগরবাড়ি ঘাটে ২১টি সার, লবণ ও সিমেন্টের গুদামে হঠাৎ পানি ঢুকে পড়ায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকার সার, লবণ ও সিমেন্ট নষ্ট হয়ে গছে। নগরবাড়ির ৪টি ফেরীঘাটের মধ্যে দু'টি পানির নিচে তলিয়ে গেছে এবং আরও একটি ঘাট হুমকির সম্মুখীন।

বন্যা উপদ্রুত এলাকায় তিন লাখ নগদ টাকা ও একশ মেট্রিক টন গম খয়রাতী সাহায্য হিসাবে দেয়া হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

সিরাজগঞ্জ

নিজস্ব সংবাদদাতা সিরাজগঞ্জ থেকে জানান ঃ গতকাল সন্ধ্যার পূর্ববর্তী ২৪ ঘন্টায় সিরাজগঞ্জের যমুনা ও অন্যান্য ছোট নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় যমুনার পানি বিপদসীমার ৬৩ সেঃ মিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। কাজীপুর সড়কের ৬ কিঃ মিঃ রাস্তা ডুবে যাওয়ায় সিরাজগঞ্জের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ব্রহ্মপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের মাকড়া এবং শহররক্ষা বাঁধের মালসা পাড়ায় মারাত্মক ফাটল ধরেছে। বাঁধ রক্ষার জন্য জরুরী ভিত্তিতে কাজ চললেও জনগণকে সম্ভাব্য বিপদের জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ভেঙে যাওয়া চন্দ্রাবিল, পাঁচঠাকুরী, ভাটপিয়ারী, রামগতি প্রভৃতি স্থান দিয়ে পানি প্রবল বেগে প্রবেশ করছে। ফলে বেশ কিছু নতুন গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার জানপুর, দত্তবাড়ি, কোবদাসপাড়া, ধানগড়া, মিরপুর, চররায়পুর, মালসাপাড়া, বানীগ্রাম, ভাঙ্গাবাড়ি প্রভৃতি মহল্লায় পানি ঢুকে পড়েছে। এসব স্থানের মানুষ রেললাইনসহ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ৫৫০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। চর এলাকার ২২টি ইউনিয়নে বন্যার ফলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানিতে ডুবে যাওয়ায় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রেল চলাচল পরিস্থিতি

অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ফেনী-বিলোনিয়া সেকশনে ফেনী থেকে ফুলগাজী পর্যন্ত রেল চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে।

রেলওয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাহাদুরাবাদ ঘাটে অব্যাহত নদী ভাঙন সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের সাথে সারাদেশের রেল যোগাযোগ চালু রাখার স্বার্থে রেলওয়ে কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীরা ঘাট এলাকায় দিন রাত কাজ করছেন। এতে বাহাদুরাবাদ ও তিস্তামুখ ঘাটের মধ্যে রেলওয়ে ফেরীযোগে যাত্রী পারাপারের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। তবে ভারী বর্ষণের কারণে রেলপথ প্লাবিত থাকায় রেল চলাচল এখনও বন্ধ রয়েছে হবিগঞ্জ-শায়েস্তাগঞ্জ এবং ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জের মধ্যে।

জামালপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জামালপুর জেলার ৬টি থানার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি শনিবার আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। গত ২৪ ঘন্টায় বাহাদুরাবাদে যমুনা নদীতে পানি ১৭ সেন্টিমিটার বেড়ে এখন বিপদসীমার ২৪ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে শুক্রবার রাতে জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ৫০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে।

জেলা বন্যানিয়ন্ত্রণ কক্ষসূত্রে জানা গেছে, অব্যাহত পানি বাড়ায় জেলার ৫২টি ইউনিয়নের অধিকাংশ বাড়িঘরে পানি প্রবেশ করেছে। এতে ৯১ হাজার ৪শ' পরিবারের ৫ লাখ ৮ হাজার লোক বন্যাকবলিত হয়েছে। ৬টি থানার এক হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা ডুবে যাওয়ায় বিভিন্ন ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

শেরপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা শেরপুর থেকে জানান, জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। জেলার ভোগাই নদীর পানি বিপদসীমার ৭০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া মহারশী, সোমেশ্বরী, চেল্লাখালী ও কর্নঝোরা নদীর পানিও বিপদসীমার উপরে। বন্যায় জেলার ৪৬টি ইউনিয়ন সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শেরপুর-ঢাকা সড়কের নকলা সেতু ও ঝিনাইগাতি-শেরপুর সড়কের বগাডুবি সেতু হুমকির সম্মুখীন। শেরপুর সদরের সাথে বকশীগঞ্জ, কামালপুর, শ্রীবরদি, নালিতাবাড়ি, ও নন্নীর সাথে সড়ক যোগাযোগ এখনও চালু হয়নি। তারাগঞ্জ হাইস্কুলে ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঝিনাইগাতি থানায় নগদ ৮৫ হাজার টাকা, ৭৬ মেট্রিক টন গম ও বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে। এদিকে নৌযানের অভাবে পানিবন্দী লোকজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় জেলার শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

গাইবান্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা গাইবান্ধা থেকে জানান, প্রবল বর্ষণ এবং উজানের পানি নেমে আসায় গাইবান্ধার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। শনিবার ঘাগট নদীর পানি বিপদসীমার ২ মিটার এবং ব্রহ্মপুত্রের পানি ৮৫ সেঃমিঃ ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

গাইবান্ধা শহরের বিভিন্ন এলাকায় হাঁটু থেকে কোমর অবধি পানি। শহরের ৫ হাজার লোক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিয়েছেন। জেলার ৭টি থানার ৫৭টি ইউনিয়ন বন্যাকবলিত। প্রায় ৭ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত। ১ লাখ লোক জেলার বিভিন্ন বাঁধ ও উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে।

সুন্দরগঞ্জ থানার সর্বানন্দে ঘাগট নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে। ত্রাণ মন্ত্রণালয় ১শ' মেট্রিক টন চাল ও ৫০ মেঃ টন গম, নগদ ৫০ হাজার টাকা, ২ হাজার শাড়ি, লুঙ্গি ও ২শ' টিন বিস্কুট বরাদ্দ দিয়েছে। ৯০টি মেডিক্যাল টিম বন্যাদুর্গত লোকের সেবায় কাজ করছে।